পুলিশের নতুন আইজিপি বাহারুল আলম

পুলিশের ৩৩তম মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হয়েছেন বাহারুল আলম। তিনি একসময় পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান ছিলেন।

এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নতুন কমিশনার হয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চাকরি হারানো অতিরিক্ত আইজিপি শেখ মো. সাজ্জাদ আলী।

আজ বুধবার (২০ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুলিশে বড় রদবদল হয়। তখন পুলিশের ৩২তম মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হিসেবে নিয়োগ পান ট্রাফিক অ্যান্ড ড্রাইভিং স্কুলের কমান্ড্যান্ট মো. ময়নুল ইসলাম। আর ৩৭তম ডিএমপি কমিশনার হন মো. মাইনুল হাসান।

জানা গেছে, পুলিশপ্রধান হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাওয়া বাহারুল আলম একসময় এসবির প্রধান ছিলেন। দুই দফা পদোন্নতিবঞ্চিত এই কর্মকর্তা ২০২০ সালে অবসরে যান। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ সদরদপ্তরের শান্তিরক্ষা বিভাগে পুলিশ লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে আফগানিস্তানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সিনিয়র পুলিশ অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করেন। এর আগে ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, কসোভো ও সিয়েরা লিওনে দায়িত্ব পালন করেন।

অন্যদিকে সাজ্জাদ আলী বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে ১৯৮৪ সালে পুলিশে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি একসময় ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার ছিলেন। তা ছাড়া সাজ্জাত আলী লক্ষ্মীপুরের পুলিশ সুপার ছিলেন। চাকরি জীবনে তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি ছিলেন। এ ছাড়া হাইওয়ে পুলিশ গঠন হলে সেখানেও ডিআইজির দায়িত্ব পান। পরবর্তীতে অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে পুলিশ সদরদপ্তরে কর্মরত ছিলেন। মেধাবী, কর্মঠ ও সৎ পুলিশ অফিসার হিসেবে বাহিনীতে সুনাম আছে সাজ্জাত আলীর। পুলিশের এই কর্মকর্তার বাড়ি ঝিনাইদহের শৈলকূপায়।

গত সোমবার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর চাকরি পুনর্বহাল করে অন্তর্বর্তী সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১-এর মামলা নম্বর ৩৩/২০১৭-এর ৩ সেপ্টেম্বরের রায় অনুযায়ী পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মো. সাজ্জাত আলীকে ২০১৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ভূতাপেক্ষভাবে চাকরিতে পুনর্বহাল হিসেবে গণ্য করা হলো। তিনি আদালতের আদেশানুযায়ী সব প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি এবং অবসরজনিত আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

সূত্র: কালবেলা

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার সাত

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার সাত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
এদের মধ্যে সিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভুক্ত একজন ও নিয়মিত মামলার ছয় আসামি রয়েছে।
সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) ভোর রাত পর্যন্ত মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের পৃথক টিম আলাদা অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেপ্তার করে।
মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ জন ও নিয়মিত মামলার ২ আসামি এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ ও জিআর মামলার ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী এবং গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতে নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

গত ২৪ ঘন্টার পুলিশী অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ ও নিয়মিত মামলার ১ আসামি রয়েছে।

শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (১০ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী এবং মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

তারা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একাধিক টিম বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেছে।

আজ রবিবার (১০ নভেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে হারানো ৭১ টি মোবাইল উদ্ধার করে দিলো পুলিশ

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ৭১ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলো পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সভাকক্ষে মালিকদের হাতে মোবাইল তুলে দেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জানায়, জেলার তিন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের সহযোগিতায় উদ্ধার করা মোবাইলগুলো আসল মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ১৭টি, গাংনী থানার ৩১টি এবং মুজিবনগর থানার ২৩টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
এ সময় তিনি সকলে আরো সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, ইন্সপেক্টর বাদল, সদর ট্রাফিক টিআই ইসমাইল হোসেন, সাব ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান মিলন, কনস্টেবল তাহের, মোঃ আব্দুল জাব্বার সহ পুলিশ কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর শহর আ. লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস গ্রেফতার

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলা ও ভাঙচুর মামলায় মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলীকে
(৫৫) গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি দল আক্কাস আলীর দোকানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। আওয়ামী লীগ নেতা আক্কাস আলী শহরের হোটেলপাড়া এলাকার আব্বাস উদ্দিনের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ কনি মিয়া এই

তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

৫ আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলের পর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়া ও ভাঙচুরের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় আক্কাস আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সদর থানার মামলা নং ২০।

দামুড়হুদা পেট্রোল পাম্পে পাওনাদারদের অবস্থান; সেনাবাহিনী ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত

দামুড়হুদায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ ২ বছরেরও বেশী সময়ের সমস্যা নিরসন করা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ পেয়ে আজ শুক্রবার দুপুর ৩টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এর মধ্যস্থতাই সমস্যার সমাধান হয়।

জানাগেছে, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী পাড়ার আনসার আলীর ছেলে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শরিফুল আলম, আব্দুল মান্নান এর ছেলে মোঃ সেলিম উদ্দিন, আবুল হোসেন এর ছেলে মোঃ মজিবর রহমান এবং ঝিনাইদাহ জেলার শৈলকূপা থানা অন্তর্গত সমিরুদ্দিন বিশ্বাস এর ছেলে মোঃ আব্দুল খালেক দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী মোঃ শাহজাহান আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এই মর্মে যে, দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনটি শরিফুল আলম লিজ নেয়। কিন্তু শরিফুল আলম এ ব্যবসা না বোঝার কারনে শাহজাহান বলে আমি ব্যবসা করে দিচ্ছি, তোমরা মুলধন দিয়ে ব্যবসা চালু করে দাও। সে মোতাবেক ভুক্তভোগী চারজনের কাছ থেকে বিভিন্ন কৌশলে পাম্প মালিক শাহজাহান প্রায় দেড় কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। প্রাপ্ত টাকার পরিমান শরিফুল আলম ৬০ লক্ষ, আব্দুল খালেক ২৯ লক্ষ, সেলিম উদ্দিন দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনের জমির অর্ধেক অংশের মালিক, মজিবর রহমান ৪৫ লক্ষ। এতো টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসা ভালোই চলে কিন্তু

শাহজাহান ব্যবসার কোন লভ্যাংশ কাউকে দেয়না। এক শাহজাহান এর কারনে চার জনই আর্থিক সমস্যায় পড়েন। এক পর্যায়ে পাওনাদাররা টাকা ফেরত চাইলে শাহজাহান বিভিন্ন ভাবে ঘোরাতে থাকে।

পাওনাদার তাদের টাকা দেয়ার জন্য আজ শুক্রবার সকাল থেকে পাম্পের অবস্থান নেয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আসংখ্যা হতে পারে। এমন সংবাদ পেয়ে সেখানে দামুড়হুদা থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়। পরে উভয় পক্ষের অভিযোগ পর্যালোচনা করে আগামী ৩১ অক্টোবর উল্লেখিত টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে লিখিত দেয় পাম্প মালিক শাহজাহান। অন্যথায় শাহাজাহান তার দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশন (তেল পাম্প) মোঃ শরিফুল আলম কে দিয়ে দেবে মর্মে অঙ্গিকার করে রেহায় পায়।

গাংনীতে বোমা ও কাফনের কাপড় উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী পৌর শহরের চৌগাছার একটি বাড়ির গেট থেকে একটি বোমা ও কাফনের কাপড় উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাত ১০ টায় চৌগাছা গ্রামের জহিরুল ইসলাম মিঠুর বাড়ির প্রধান ফটক থেকে বোমা ও কাফনের কাপড় উদ্ধার করা হয়। জহিরুল ইসলাম মিঠু চৌগাছা ৪ নং ওয়ার্ডের হাসান সরোয়ারের ছোট ছেলে ও গাংনী বাজারের ঔষধ ব্যবসায়ী।

জহিরুল ইসলাম মিঠু জানান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়িতে প্রবেশ করার সময় একটি সবুজ কালারের ব্যাগ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়া হয়। পরে গাংনী থানার এস আই কামরুজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ব্যাগের মধ্যে থেকে লাল টেপ দিয়ে মড়ানো একটি বোমা ও কাফনের কাপড় উদ্ধার করে।

তিনি আরো জানান, গত ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার রাতে তার বাড়িতে বোমা হামলা করা হয়। বর্তমানে তিনি ও তার পরিবার আতংঙ্কের মধ্যে রয়েছে। দ্রত সময়ের মধ্যে দৃস্কৃতিকারীদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার

দাবি করেন তিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, বোমাটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রাখা হয়েছে। ভয়ভীতি দেখানোর জন্য কেউ এটা করতে পারে। তবে দৃস্কৃতিকারীদের সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

দামুড়হুদায় চক্রান্তকরে ছেলেকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় চক্রান্তকরে হেরোইন দিয়ে ছেলেকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজি মঙ্গলবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্যে পাঠ করেন আমিনা খাতুন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্যে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার বদনপুর গোরস্থানপাড়ার গাফফার আলী’র স্ত্রী মোছাঃ আমিনা খাতুন
(৪০) লিখিত বক্তব্যে বলেন, উপজেলার চিৎলা গ্রামের শাহিদুল মালিতার ছেলে মোঃ স্বপন আলী (৩৮) এবং আশাদুল হোসেন এর ছেলে মোঃ তুষার (৩০) এরা এলাকার আওয়ামীলীগের ক্যাডার ও চিন্হিত মাদক ব্যাবসায়ী, এদের সহিত পূর্ব হতে আমার ছেলে মোঃ শাহিন রেজা (১৮) এর বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। সেই সুবাদে উক্ত বিবাদীদ্বয় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গত ইং ৩১/০৭/২০২৪ তারিখ বিকাল অনুমান সাড়ে ৪ টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন বদনপুর গ্রামস্থ আমাদের বাড়ির সামনে আসিয়া আমার ছেলেকে ডাকাডাকি করতে থাকে। ঐ সময়ে আমার ছেলে তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর গেলে উক্ত বিবাদীদ্বয় আমার ছেলেকে পুলিশের নিকট ধরিয়ে দেয়। তারপর আমার ছেলেকে হেরোইন মামলায় চালান দেয়। বর্তমানে আমার ছেলে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে আছে। আমার ছেলের নিকট কোন হেরোইন না থাকা সত্ত্বেও উক্ত দুইজনের যোগসাজশে আমার

ছেলেকে মিথ্যা দোষারোপ করে আমার ছেলের বিরুদ্ধে হেরোইন এর মামলা দেয়। পরবর্তীতে স্বপন ও তুষার এর নিকট যেয়ে আমার ছেলেকে ষড়যন্ত্রমূলকভবে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা দুজনেই আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ সহ জীবনের মতো শেষ করিয়া দেওয়ার হুমকি প্রদান করিতে থাকে। ইহা ছাড়াও তারা আমাকে সহ আমার পরিবারের লোকজনকে খুন-জখমের ও প্রাণ নাশের হুমকি ধামকী প্রদান করিয়া বলে যে, তোদেরকে কুপিয়ে এইখানেই মাটি চাপা দিয়ে দেবো। তারা আরোও বলে যে, ঘটনার বিষয়ে যদি থানা-পুলিশ করিস তাহলে তোকে ও তোর পরিবারের লোকজনকে রাতের আধারে খুন করে তোদের লাশ পুড়িয়ে ফেলবো মর্মে হুমকি প্রদান করে আসতেছে। বিবাদীর এমন অত্যাচারের কারনে আমি ও আমার পরিবারের লোকজন খুবই আশংকাজনক ভাবে জীবন-যাপন করছি।
ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় লোকজন অবগত আছেন। আমার ধারনা তারা দুজন আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে যে কোন সময়ে খুন-জখম সহ বড় ধরণের ক্ষতি-স্বাধন করতে পারে। উক্ত বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সমাধান করিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিবারের সহিত আলাপ আলোচনা করে আপনাদের কার্যালয়ে আসিয়া সংবাদ সম্মেলন করিতে কিছুটা বিলম্ব হইল।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী আছেন সন্দেহে শিবপুরে তল্লাশি, পাওয়া যায়নি তাকে

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন আছেন এমন সন্দেহে মেহেরপুরের শিবপুরে একটি বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু এ সময় সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি।

গতকাল সোমবার (১৯ আগস্ট) রাত ৩টায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের কবরস্থান পাড়ার একটি বাড়িতে এ অভিযান চালানো হয়।

সেখানে উপস্থিত স্থানীয়রা দাবি করেন, সোমবার রাত থেকে ফরহাদ হোসেন সেখানে অবস্থান করছেন বলে জানতে পারেন তারা।

একাধিক সূত্র থেকে এ তথ্য জানতে পেরে মেহেরপুর জেলা যুবদলের

প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী রাত পৌনে ১টা থেকে বাড়িটি ঘিরে রাখে এবং পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ সেখানে পৌঁছালে বাড়ির ভেতর থেকে বলা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সেনাসদস্যরা না এলে গেট খোলা হবে না।

এভাবে এক ঘণ্টারও অধিক সময় পার হয়ে গেলে সেখানে উপস্থিত হন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মুজিবনগর থানার ওসি। অতঃপর বাড়ির ভেতর থেকে গেটটি খুলে দেওয়া হলে বাড়িতে তল্লাশি করা হয়। তবে তল্লাশি করে ফরহাদ হোসেনকে পাওয়া যায়নি।

পুলিশি অভিযানকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার, আব্দুস সালম, মাসুদ, বখতিয়ারসহ প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী ও এলাকাবাসী।

উপস্থিত জনগণ বলেন, প্রভাবশালী এক ব্যক্তির সহযোগিতায় ফরহাদ হোসেন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন খবর পেয়ে তারা বাড়িটি ঘেরাও করেন এবং পুলিশে খবর দেন।

অভিযান পরিচালনায় স্বচ্ছতার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মীকে বাড়িটির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলম বলেন, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী এবং সন্ত্রাস দমন আইনে সদ্য দায়ের একটি মামলার আসামি ফরহাদ হোসেন শিবপুরের একটি বাড়িতে অবস্থান করছেন বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে আটকের জন্য বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে বাড়িতে মানুষের উপস্থিতি ছিল এমন আলামত পাওয়া গেছে।

ঝিনাইদহে পুলিশ সদস্যরা কাজে ফেরায় ফুল দিয়ে বরণ করে নিলো

শিক্ষার্থীরা

৭ দিন পর ঝিনাইদহে কাজ শুরু করেছে পুলিশ সদস্যরা। সকাল থেকে জেলা শহরের পায়রা চত্বর, পোস্ট অফিস মোড়, আরাপপুরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা কাজ শুরু করেন। এতে স্বস্তি নেমেছে জেলার সাধারণ মানুষের মাঝে।

ঝিনাইদহ ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান জানান, জেলার ৬ উপজেলার ৪০ টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তারা কাজ শুরু করেছেন। এতে তাদের সহযোগীতা করছে শিক্ষার্থীসহ রেডক্রিসেন্টের সদস্যরা।

এদিকে কাজে ফেরায় পুলিশ সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় শিবিরের নেতাকর্মীসহ শিক্ষার্থীরা। সকালে পোস্ট অফিস মোড়ে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করেণ শিবিরের নেতাকর্মীসহ শিক্ষার্থীরা। সেসময় তাদের পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন শিক্ষার্থীরা। এসময় উপস্থিত ছিলেন, শিবিরের শহর শাখার সভাপতি মেহেদি হাসান রাজু, আবরার জাহিন রনি, তানজিম বিন আলীম, মাসুদ রানা পারভেজ, সাব্বির হোসাইনসহ অন্যান্যরা।

শিবিরের শহর শাখার সভাপতি মেহেদি হাসান রাজু জানান, শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ সদস্যরা কাজ শুরু করেছে। এতে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের সকল প্রকার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। তারা কাজ শুরু করেছেন বলে আমরা তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়েছি।